গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আগস্ট, ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১৭-০৯-২০২০ খ্রি:
সময়	:	বিকাল ২.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৮০৮, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক। এছাড়া চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন; কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি; অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এবং পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম সভায় ভার্চুয়াল সংযোগে অংশগ্রহণ করেন।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভার কাজ শুরু করেন। প্রথমেই সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ গত ২৩-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সকল দপ্তর এবং সংস্থার প্রধান/অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি**	১। **সেমিনার আয়োজনঃ** (ক) সভায় অতিরিক্ত সচিব প্রশাসন জানান যে **"বঙ্গবন্ধু ও নদী মাতৃক বাংলাদেশ" শিরোনামে** সেমিনারটি ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে ভার্চুয়াল প্লাটফরমে আয়োজনের জন্য নির্ধারণ করা ছিল। কোভিড-১৯ এর কারণে সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সেমিনারটি যথাসময়ে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এ সেমিনারে গণ্যমান্য অনেক অতিথি কে আমন্ত্রণ জানানো হবে বিধায় ভার্চুয়াল প্লাটফরমে আয়োজন সম্ভব হবে না। উক্ত সেমিনারের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিসহ সকল তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।	১। (ক) **"বঙ্গবন্ধু ও নদী মাতৃক বাংলাদেশ" শিরোনামে** সেমিনারটি আগামী ২০ নভেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে ১৫০জন অতিথি নিয়ে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল অথবা টিএ এর হল রুমে আয়োজন করতে হবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		জন্মশতবার্ষিকীর অন্যান্য অনুষ্ঠান যথাসময়ে সম্পন্নের লক্ষ্যে আগামী ২০ নভেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে সেমিনারটি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল অথবা বিআইডব্লিউটিএ'র হল রুমে আয়োজনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।		
		খ) সভায় অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন জানান যে, **"বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সুনীল অর্থনীতি" শিরোনামে ২য় সেমিনারটি ১৭ মার্চ, ২০২১ সালের মধ্যে** সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান আছে। ইতিমধ্যে প্রধান অতিথি নির্বাচন করা হয়েছে এবং অন্যান্য অতিথিদের তালিকা প্রায় শেষের দিকে। প্রথম সেমিনার শেষ হলে দ্বিতীয় সেমিনারের ভেনু নির্বাচন করা হবে। সভাপতি জানান যে, আগামী ১৭ মার্চ ২০২১ এর পূর্বেই উক্ত সেমিনার আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।	**খ)** সেমিনারটি আয়োজনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি আগামী ১৭ মার্চ ২০২১ এর পূর্বেই সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর
		গ) বঙ্গবন্ধুঃ শাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ" শিরোনামে বরেণ্য ব্যক্তি/জাতীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি সেমিনার আগামী মার্চ ২০২১ এর মধ্যে নৌপথে আয়োজন করার জন্য বিআইডব্লিউটিসি এর চেয়ারম্যান দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেমিনারটি আয়োজন করা সম্ভব হবে। বিআইডব্লিউটিসির একটি আধুনিক ও মানসম্মত জাহাজে ৩০০ জন অতিথি নিয়ে উক্ত সেমিনারটি যথাসময়ে আয়োজনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	**গ)** আগামী মার্চ ২০২১ এর মধ্যে বিআইডব্লিউটিসি নৌপথে এ সেমিনার আয়োজন সম্পন্ন করবে। এ লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিসি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে অবহিত করবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিসি
		২। <u>বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সংকলন ও এলবামঃ</u> সভায় অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, নদী, নৌপথ ও নৌবাণিজ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, বক্তৃতার সংকলন এবং প্রাসঙ্গিক ছবিসহ এলবাম প্রকাশনার কার্যক্রম প্রায় ৮০% শেষ	২। দ্রুত সময়ের মধ্যে উচ্চমান বজায় রেখে প্রকাশনা করতে হবে। এজন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) উপসচিব (উন্নয়ন)

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		হয়েছে। উপসচিব (উন্নয়ন) জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কিছু লেখা সংগ্রহের কাজ চলছে। শিঘ্রই খসড়া প্রকাশনা প্রেসে প্রেরণ করা হবে। ২০০০ কপি প্রকাশ করা হবে। সভাপতি জানান যে, দ্রুত সময়ের মধ্যে উচ্চমান বজায় রেখে প্রকাশনা করতে হবে।		
		৩। <u>ডকুমেন্টারিঃ</u> নৌ সেক্টর নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা, পরিকল্পনা, এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অর্জন এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যসহ ৫-১০ মিনিটের তথ্যচিত্র তৈরীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত ডকুমেন্টারি প্রস্তুতের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপন করবেন।	৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করবেন ও ডকুমেন্টারি প্রস্তুতের বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
		৪। <u>মেরিন একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম চালু:</u> বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে পাবনা, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট জেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪টি নতুন মেরিন একাডেমিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে মেরিন একাডেমি হতে ৪ (চার) জন কর্মকর্তাকে কমান্ডেন্ট পদে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩জন কর্মকর্তা যোগদান করেছে অপর একজন শিঘ্রই যোগদান করবেন। সভায় যুগ্মপ্রধান জানান যে, ৪টি মেরিন একাডেমির অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। জনবল নিয়োগের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ৪টি মেরিন একাডেমির অধ্যক্ষগণকে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৪। পাবনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নির্মিত ৪টি মেরিন একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত চালু করতে হবে। আগামী সমন্বয় সভায় ৪টি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণকে উপস্থিত থাকতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং সকল মেরিন একাডেমি
		৬। <u>তথ্যচিত্র প্রদর্শনী:</u> বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের	৬। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও জাহাজসমূহ নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন প্রায় শেষ পর্যায়ে। সভাপতি জানান যে, আগামী নভেম্বর ২০২০ এর মধ্যে প্রদর্শনীর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	জাহাজের তথ্য চিত্রসহ নভেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।	
		৭। **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন:** জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালনের জন্য ১০ জানুয়ারি ২০২১-এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	৭। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
		৮। সভায় জানানো হয় যে, মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল দপ্তর ও সংস্থার অফিসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের বিষয়ে অডিও ভিজ্যুয়াল প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু কোন দপ্তর ও সংস্থা তা উপস্থাপন করেনি। দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ জানান যে, প্রত্যেক দপ্তরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পর্কিত ভিডিও ক্লিপস স্ব স্ব দপ্তর ও সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সভাপতি জানান যে, প্রত্যেক দপ্তর ও সংস্থার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পর্কিত ভিডিও ক্লিপস স্ব স্ব দপ্তর ও সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে।	৮। মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থার অফিসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে অডিও ভিজ্যুয়াল প্রতিবেদন প্রকাশসহ মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা।
২.	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি**	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪০টি প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। দপ্তর ও সংস্থা হতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি প্রেরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১ তারিখে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি স্বল্প কথায়, উপযুক্ত তথ্যসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও সংস্থা	সকল দপ্তর ও সংস্থা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
			অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। ৫। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে মনিটর করবেন।	
৩.	**মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন**	মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য কর্মপ্রন্থা নির্ধারণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্ধারিত থাকলেও দপ্তর সংস্থা হতে যথাসময়ে তথ্যাদি না পাওয়ায় প্রায়শই তা নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ করা সম্ভব হয়না। তাই মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করা বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। ২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের শাখাপ্রধানগণ সম্পৃক্ত হবেন।	সকল শাখা/সকল দপ্তর ও সংস্থা
৪.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**	অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) জানান যে, ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে APA চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সভাপতি বলেন APAতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য এখন থেকেই নির্দেশকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার হিসেবে মন্ত্রণালয়গুলোকে মূল্যায়ন করা হয় বিধায় একইভাবে এ মন্ত্রণালয়ের	১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। মন্ত্রণালয়ের APA টিম নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার তদারকি বাড়াতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/ সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাগুলোকে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার হিসেবে মূল্যায়ন করা হবে। সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্র অর্জনকারী দপ্তর/সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হবে।		
৫.	**ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম**	সভায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রমের সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদের ব্লু-ইকোনমি সেলে ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়াও, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়দি পর্যালোচনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।	১। সংস্থা ভিত্তিক ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। ৩। ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	আই.ও.শাখা/ সকল দপ্তর/সংস্থা
৬.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি	**১. বিআইডব্লিউটিএঃ** **(ক) অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও দখল পুনরুদ্ধার :** (ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদীসহ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও দখল পুনরুদ্ধার এবং সরকার পক্ষে নদীর তীরভূমির দখল বজায় রাখার জন্য ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বনায়ন ও নদীর তীরভূমির উন্নয়ন কার্যক্রম এর অগ্রগতি সম্পর্কে সার্বিক বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া নদীরক্ষা বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং তদারকি কমিটি গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) (১) উদ্ধারকৃত জমি/স্থান জনগণের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য ওয়াকওয়ে ও পার্ক স্থাপন করতে হবে। (২) নদী রক্ষা ও অবৈধ স্থাপনা অপসারণের তথ্য জনগণকে অবহিত করার জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা দিতে হবে। (৩) অবৈধ স্থাপনা অপসারণপূর্বক তার তদারকি করার জন্য কমিটি গঠন করে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
		(গ) **বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্দর ও পরিবহন বিভাগের সাংগঠনিক**	(গ) বিআইডব্লিউটিএ হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি দ্রুত	বিআইডব্লিউটিএ ও

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		কাঠামো সহ ১৮৭ জনবল অনুমোদন সংক্রান্ত: বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্দর ও পরিবহন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদনের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৮-১২-২০১৯ তারিখেস ম্মতি জ্ঞাপন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য গত ১১-০৩-২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কিছু তথ্যাদি চাওয়া হলে উক্ত তথ্যাদি গত ১৬-০৮-২০২০ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		(ঘ) **ল্যান্ড এন্ড এ্যাস্টেষ্ট বিভাগ গঠন এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদনঃ** সভায় জানানো হয় যে, বিআইডব্লিউটিএ'র ল্যান্ড এন্ড এ্যাস্টেষ্ট বিভাগ গঠন এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ১৬-০৩-২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়।জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ২৭-০৮-২০২০ তারিখে কতিপয় নির্দেশনাসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করেছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ ও মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		(২) বিআইডব্লিউটিসি: **(ক) সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) হালনাগাদকরণ বিষয়:** সভায় জানানো হয় যে, বিআইডব্লিউটিসির সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনসহ প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করে ২৮-০৮-২০২০ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পর্যালোচনা সভা করে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	(ক) বিআইডব্লিউটিসি এবং সংশ্লিষ্ট শাখা হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি ও মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		(৩) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি): **বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা তৈরী:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, বিএসসির দুই ধরণের নিয়োগ বিধি রয়েছে। ১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মডেল চাকুরি প্রবিধানমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসসির (কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর খসড়া অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণের লক্ষ্যে গত ২৪-০৮-২০২০ তারিখে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ২। বিএসসির (জাহাজি কর্মকর্তা) চাকুরী প্রবিধানমালার খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি উক্ত জাহাজি কর্মকর্তা চাকুরী প্রবিধানমালার খসড়া সংশোধন করে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের লক্ষ্যে বিএসসি-কে অনুরোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন হতে বিএসসির (জাহাজি কর্মকর্তা) চাকুরী প্রবিধানমালার খসড়া পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বিএসসি ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বিএসসির নিয়োগ বিধি ২টি চূড়ান্ত করনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয়ের বিএসসি শাখা
		নৌপরিবহন অধিদপ্তর: **মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজন:** সভায় জানানো হয় যে, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নতুন পদ সৃজনের লক্ষ্যে প্রেরিত প্রস্তাবটি সংশোধনপূর্বক ১৫-৯-২০২০ তারিখের মধ্যে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহাপরিচালক নৌপরিবহন অধিদপ্তর জানান যে, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন খসড়া নিয়োগ বিধিটি কিছু কিছু বিষয় পুনঃ পরীক্ষার জন্য আবেদন জানান। নিয়োগ বিধিটি পুনঃ পরীক্ষার	আগামী ১০-১০-২০২০ তারিখের মধ্যে খসড়া নিয়োগ বিধিটি সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের জাহাজ শাখা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। সভাপতি জানান যে আগামী ১০-১০-২০২০ তারিখের মধ্যে খসড়া নিয়োগ বিধিটি সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।		
		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ: (ক) **বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজন:** সভায় জানানো হয় যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার আলোকে চবক হতে গত ১৩-০৮-২০২০ তারিখে প্রেরিত তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু অর্থ বিভাগের জারিকৃত জিও এর পৃষ্ঠাঙ্কিত সত্যায়িত কপি পাওয়া যায় নি।	(ক) অর্থ বিভাগের পৃষ্ঠাঙ্কিত সত্যায়িত জি.ও এর কপিসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী দ্রুত তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা
		(খ) চবক এর হাসপাতালে পদ সৃজন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৫-৫-২০১৯ তারিখের পত্রে ২৫টি পদ সৃজনে সম্মতির প্রেক্ষিতে ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তাবায়ন অনুবিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে অনুরূপ পদের বেতনস্কেল/গ্রেড এবং অনুমোদিত নিয়োগবিধি প্রেরণের জন্য গত ১৮/১২/২০১৯ চবক কে অনুরোধ জানানো হয়।এর প্রেক্ষিতে চবক হতে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত তথ্যের মধ্যে অর্থ বিভাগের যাচিত তথ্যাদি/রেকডপত্র না থাকায় তা প্রেরণের জন্য চবককে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয় মর্মে জানানো হয়।	(খ) অর্থ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা
৭.	**মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ**	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদের তালিকা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই সভা আহ্বান করা হবে। মোট ১৩ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধিবিধান যথাযথ অনুসরণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার মোট ২৪৩০৯ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে মোট ৮০৩৫ টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর ও সংস্থায় বিদ্যমান শূণ্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ বিধি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। শূন্য পদের নিয়োগ ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ২। অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিয়োগ	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
			প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ সভা থেকে শুরু করে আবেদন যাচাইবাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ফলাফল চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত করতে হবে।	
৮.	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ**	এ বিষয়ে সংস্থা হতে প্রেরিত অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় যুগ্ম-সচিব (অডিট) জানান যে, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর থেকে গত ১৮-০৬-২০২০ তারিখের পত্রে ১৯৭১-৭২ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল সাধারণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থসমূহের ১২৫৫টি সাধারণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩১২টি সাধারণ অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, ৬৫৯টি অগ্রিম আপত্তি ও ১৫১টি খসড়া অডিট আপত্তিসহ মোট ১১২২টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। যার সাথে ৪৪০৬.৩৬ কোটি টাকা জড়িত আছে। অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	১। দপ্তর ও সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নিবেন। ২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং অবশিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	অডিট শাখা, সকল দপ্তর/সংস্থা
৯.	**দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত তথ্য**	সভায় জানানো হয়েছে, প্রতিটি মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারি বক্তব্য তৈরি করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌছানো, Contempt of Court এবং এর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান ও দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া যে সকল মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে আদেশ হয় সে গুলোর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থাসমূহের মোট	(ক) মামলার আর্জি পাওয়ার পর যথাসময়ে উপযুক্ত জবাব নির্ধারিত আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। (খ) সংস্থাভিত্তিক মামলার অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত পর্যলোচনা সভা করতে হবে। মামলার তথ্যাদি সব সময় হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) যে সকল মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে আদেশ হয় সেগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর, সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৩৯৪টি যার মধ্যে৩৫২টির জবাব দাখিল করা হয়েছে, ৪০টি জবাব দাখিল করা হয়নি এবং সরকারের পক্ষে ৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।		
১০.	**ইংরেজি আইন বাংলায় অনুবাদ**	ইংরেজি আইন বাংলা করার কার্যক্রমে পেন্ডিং থাকা আইনগুলোর বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। যেসকল আইন মন্ত্রীসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদিত হয়েছে সেগুলো দ্রুত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (জাহাজ) জানান যে, The Merchant Shipping Ordinance, 1983 অধ্যাদেশটি "Development of Maritime Legislation" শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। The Inland Shipping Ordinance, 1976 অধ্যাদেশটিকে সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক "অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল আইন, ২০১৯" এর খসড়ার বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মতামত বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম নৌপরিবহন অধিদপ্তরে চলমান আছে। আইন দুইটির চূড়ান্ত খসড়া শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।	ক) যে আইনগুলো এখনো বাংলায় যুগোপযোগী করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) যেসকল আইন মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদিত হয়েছে সেগুলো দ্রুত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থ/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/আইন শাখা
১১.	**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল**	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) স্বীকৃতিস্বরূপ (১) জনাব মনোজ কান্তি বড়াল, প্রাক্তন যুগ্মসচিব ও (২) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর কে আগামী	সংশ্লিষ্ট শাখা/ সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		গত বছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ (১) জনাব মনোজ কান্তি বড়াল, প্রাক্তন যুগ্মসচিব ও (২) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর কে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়। আগামী সভায় বা উপযুক্ত সময়ে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	সমন্বয় সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে।	
১২.	**তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)**	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চিতের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৩.	**অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি**	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৪.	**মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ**	সভায় সিস্টেম অ্যানালিস্ট জানান যে, ছোট ক্যাটাগরি ৩৫টি মন্ত্রণারয়/বিভাগের ই-নথি কার্যক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ১০ম স্থান অধিকার করেছে। মন্ত্রণালয়ের ই-নথি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে আগস্ট, ২০২০ মাসে ১৮৯০টি ডাক গ্রহণ ও ১৩৭০টি ডাক নিষ্পন্ন হয়েছে, স্বউদ্যোগে ১৮১টি ডাক সৃজন ও ৪৯টি নিষ্পন্ন, ডাক হতে৫২১টি নোট সৃজন ও ৩৪৯ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। মোট ২০১টি পত্রজারী করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইনোভেশন কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	সকল কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক অনলাইনে যুক্ত থেকে মোবাইল/কম্পিউটারের মাধ্যমে ই-নথি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ই-নথিতে সম্পাদিত ফাইল কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট পেন্ডিং থাকতে পারবে না। মন্ত্রণালয়ের সকল ফাইল ই-নথিতে প্রেরণ করতে হবে ও ই-নথিতে পত্র জারি করতে হবে। শাখা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	সকল দপ্তর/সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/ অধিশাখা/আইসিটি শাখা
১৫.	**উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও মনিটরিং**	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহিত সকল প্রকল্প ও তার মনিটরিং কার্যক্রম বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় অতিরিক্ত সচিব (মনিটরিং) হিসেবে একজনকে দায়িত্ব প্রদান করা	১। (ক) ২০২০-২০২১ অর্থ বছর গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত	উন্নয়ন শাখা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		ছিল বর্তমানে তিনি অন্যত্র বদলি হওয়ায় তদস্থলে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	মনিটরিং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্প সমূহ পরিদর্শন শেষে জরুরি ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। (গ) একজন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব (মনিটরিং) এর দায়িত্ব প্রদান করার জন্য একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন করতে হবে।	
১৬.	**টেন্ডার প্রক্রিয়া:**	ই.জি.পি তে প্রদত্ত টেন্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়।	পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে এবং এ বিষয়ে সরকারি অন্যান্য অনুশাসন অনুসরন করে যথা সম্ভব ইজিপি টেন্ডার আহ্বান নিশ্চিত করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সকল দপ্তর/সংস্থা।
১৭.	**জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ**	সভায় জেলাপ্রশাসক সম্মেলন এর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক জেলাপ্রশাসক সম্মেলন এর সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নপূর্বক সুনির্দ্দিষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিইটিসি/বাস্থবক/নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা।
১৮.	**বিবিধ:**	১। নদীর পানি পরিষ্কার রাখা, নদী দূষণ ও দখলরোধ এবং নৌযানবাহনে বিনোদনের ব্যবস্থা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান জানান যে, লঞ্চের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উত্তর ও দক্ষিনের মাননীয় মেয়রগণের সাথে আলোচনা হয়েছে। তাঁর এ বিষয়ে সহযোগীতার আশ্বস প্রদান করেছেন।	১। (ক) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখতে হবে। (খ) নদীতে ময়লা/আবর্জনা না ফেলার জন্য যাত্রী সাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি লঞ্চের সম্মুখে/সুবিধাজনক স্থানে এবং নদী বন্দরগুলোতে পন্টুনের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ব্যানার টানানো নিশ্চিত করতে হবে। (গ) প্রতিটি সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ/গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ বিআইডব্লিটিএ/ বিআইডব্লিউটিসি/ চবক/মোবক/পাবক।

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
			(ঙ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সলিড বর্জ্য Treatment এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। (চ) জাহাজে বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করতে হবে। (ছ) প্রস্তুতকৃত টিভিসিগুলো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (জ) বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে অভিহিত করবে।	

২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা থেকে মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০১ (এক) তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৪-০৯-২০২০ খ্রি.
(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৮.৩

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
২) সংস্থা প্রধান সকল।
৩) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭) ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা (সকল)।

২৪.০৯.২০২০
মোঃ আলাউদ্দিন
সহকারী সচিব